মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যা-য়র সাহিত্য ভাবনা

ডঃ ক্ষী-রাদ চন্দ্র মাহা-তা[৬]

বাংলা সাহি-ত্যর ইতিহা-স সার্থক ঔপন্যাসিক হিসা-ব তিন ব-ন্দ্যাপাধ্যা-য়র ম-ধ্য অন্যতম হ-লন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম,১৯শে মে ১৯০৮ ; মৃত্যু,৩রা ডিসেঃ ১৯৫৬) । বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব নিতান্ত আকস্মিক ভা-ব । তাঁর নি-জর স্মৃতি-চারণায়, 'একদিন ক-ল-জর ক-য়কজন বন্ধু সাহিত্য নি-য় আ-লাচনা কর-ছ । শৈলজানন্দ ,-প্র-মন ,অচিন্ত্য ,নজরুল এ-দর নি-য় সম্প্রতি হইচই প-ড় গি-য়-ছ বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে। সহিত্যের দুর্গ রক্ষী সেপাইরা কাঠের বন্ধুক উঁচিয়ে দুমদাম চিনা পটকা ফাটিয়ে লড়াই শুরু ক-র-ছ । আ-লাচনা গড়া-ত গড়াতে এসে ঠেকল মাসিকপত্রের বুদ্ধিহীনতা ,পক্ষপাতিত্ব ,দলাদলি প্রবনতা ও উদাসীনতায় । আ-নক কথা কাটাকাটির পর বাজি রাখা হল । বাজি হল এই - 'আমি একটা গল্প লিখে তিন মাসের মধ্যে 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী',বা 'বিচিত্রা'-য় ছাপি-য় -দব । আমি জানতাম পারব । -কানদিন এক লাইন লিখিনি ; কিন্তু গল্প -তা প-ড়ছি অজস্র । সাহিত্য হ-ব না ,সৃষ্টি হ-ব না । কিন্তু সম্পাদক ভুলনী গল্প নিশ্চয়ই হ-ব ।***এক -ঘারাল ট্র্যাজিক প্লট গ-ড় তু-ল গল্প লিখলাম । নাম দিলাম 'অতসী মামী' । এই 'অতসী মামী' গল্পটি লি-খই তিনি বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু ক-রন । গল্পটি ১৯২৮ খ্রীষ্টা-ব্দ (১৩৩৫ সা-লর -পৌষ সংখ্যায়) 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । এরপর তিনি একে একে 'বিচিত্রা', 'বঙ্গশ্রী','যুগান্তর','প্রবাসী' ,'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি সাহিত্য পত্রিকায় গল্প-উপন্যাস লি-খ -গ-ছন । -বশ কিছু কবিতা ,একটি নাটক ও প্রবন্ধ লি-খও পাঠক হৃদয় জয় ক-র-ছন । এছাড়াও বিভিন্ন চিঠিপত্র তো আছেই ।

বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে 'অতসী মামী' গল্প লেখা এবং 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ছেপে বের হওয়ার পাশাপাশি পনের টাকা সাম্মানিক প্রদানের সঙ্গে সম্পাদক কর্তৃক আরো গল্প পাঠাবার অনুরোধ পেয়ে তাঁর ম-ন সাহিত্যচর্চার ইচ্ছাটা চাগাড় দি-য় উ-ঠ । ফ-ল ,সাহিত্য সাধনার ইচ্ছাটা তাঁ-ক এমনভা-ব -চ-প ধ-রছিল -য কলকাতার -প্রসি-ডন্সি ক-ল-জ গনি-ত অর্নাস নি-য় পড়াশুনা -শষ না ক-র প্রথাগত শিক্ষায় ইস্তফা দি-য় পাকাপাকি ভা-ব সাহিত্যচর্চায় ম-নানি-বশ ক-রন । সাহিত্য-কই পু-রাপুরি জীবিকা করবার লক্ষ্যে তিনি 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় মাসিক আড়াইশো টাকা বেতনের সহকারী সম্পাদকের কাজ গ্রহণ করেন । বছর আড়াই প-র ১৯৩৯- এ নানা কার-ণ সম্পাদকের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য তিনি সেই চাকরিও ছেড়ে -দন । প-র বিপ্লবী মান-বন্দ্রনাথ রা-য়র সাহায্য ও সহ-যাগিতায় পাওয়া ন্যাশনাল ওয়ারফ্র-ন্ট পাবলিসিটি অফিসা-রর চাকরি ক-রন ১৯৩৯ -থ-ক ১৯৪৫ পর্যন্ত । এই সময় ভাববাদ ও বস্তুবা-দর দ্ব-ন্দ্ব প-ড়ও চাকরির পাশাপাশি সাহিত্য সাধনা সমান্তরালভা-ব চালা-ত থা-কন । শারীরিক অসুস্থতা ও প্রবল অর্থসংক-ট প-ড়ও তাঁর সাহিত্য সাধনায় -কান রকম ফাঁক ছিল না ।

সাহিত্যিক হিসা-ব মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যায় ছি-লন অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী । তাঁর রচিত সাহিত্য কালজয়ী ও বাংলা সাহি-ত্যর স্থায়ী সম্পদ । বাংলা সাহি-ত্য শরৎচ-ন্দ্রর হাত ধ-র -য সমাজ-বাস্তবতার ছবি ফু-ট উঠল ,প-র মার্কস-এঙ্গেলসের প্রভাবে সামাজিক অসাম্য সম্বন্ধে সচেতনতায় এই

[6] অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ,বাংলা বিভাগ, কাশীপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয় ,পুরুলিয়া ,পশ্চিমবঙ্গ ,৭২৩১৩২, email : mahatokshirodchandra@yahoo.com

বাস্তব-বাধ সম্প-র্ক নতুন ক-র -লখ-করা অবহিত হ-লন । বাংলা সাহি-ত্যর গতিপ-থর পরিবর্তন হল । আধুনিক যুগের সমালোচকের ভাষায় ,''ক্রমে সাহিত্যে বাস্তববোধেরও রং ফিরল । বিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশ-ক ক-ল্লাল-কালিকলম যু-গর -লখ-করা -দখা দি-লন । মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যায় এই সম-য়র -লখক । এ সম-য়র উপন্যা-সর বাস্তবধর্ম আর আ-গর যু-গর বাস্তবধ-র্মর প্রকৃতি-ত য-থষ্ট পার্থক্য -চা-খ না প-ড় পা-র না । শরৎচ-ন্দ্রর উপন্যাসও বাঙালি সমাজ নি-য় -লখা ,মানি-কর উপন্যাসও তাই ,অথচ দুজ-নর বাস্তবতা-বা-ধর লক্ষ্য ঠিক এক নয় । ক-ল্লা-লর -লখক বি-দশি সাহি-ত্যর দ্বারা প্রভাবিত ।***পরবর্তীকা-ল যখন মার্কস-এঙ্গেলসের প্রভাবে সামাজিক অসাম্য সম্বন্ধে নতুন সচেতনতা এল ,তখন বাস্তবতাবোধের সম্ব-ন্ধ নতুন ক-র -লখকরা অবহিত হ-লন । রুশ বিপ্লব এই দি-ক বি-শ্বর দৃষ্টি ফিরি-য় দি-য়-ছ । শরৎ-পরবর্তী -লখকরাও অবহিত হ-লন । মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যা-য়র উপন্যা-স তার প্রতিফলন ঘটল ।''১ সাহি-ত্যর এই সমাজবাস্তবতার মধ্যে ঢুকে পড়ল ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের তত্ত্ব শরৎচন্দ্র-পরবর্তীকা-লর ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু ,অন্নদাশঙ্কর রায় ,ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের হাত ধরে । ফ্রয়েডের এই মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা-বোধে অন্যমাত্রা যোগ করল । নীতি-দুর্নীতির প্র-শ্ন সামাজিক অনুশাসন সম্প-র্ক -লখকদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটল । মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মেও এই উভয় -চতনার অনুপ্র-বশ হল ।

অন্যদি-ক ,কা-লর অ-মাঘ নিয়-ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এ-স পড়ল -দার -গাড়ায় । এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাঁর ম-ন এ-ন -দয় এক বিপুল পরিবর্তন । তারও প্রভাব তাঁর সাহিত্যক-র্ম প্রতিফলিত হল । জীব-নর বাস্তব-বোধ ,নিরাসক্তভাব ,জীবনযাপনে মানুষের বিচিত্র অনুভূতি ও ভাবনা তাঁর লেখার বিষয় হয়ে উঠে । ১৯৪৪ সালে মার্কস্‌বাদে দীক্ষা নেবার পর দেখা যায় তাঁর সাহিত্যে মধ্যবিত্ত ,নিম্নমধ্যবিত্ত ,দরিদ্র ,কৃষক-শ্রমিক সহ সমা-জর সর্বস্ত-রর অব-হলিত মানু-ষর উপস্থিতি । সমা-জর অর্থনৈতিক বৈষম্য ,সামাজিক শোষণ ,নিপীড়িত মানুষের লাঞ্ছনা তাঁকে অন্তরে পীড়িত করত বলেই সাহিত্যে এই সকল মানুষের জীবনবেদ অঙ্কন করেছেন । ফলে বাংলা সাহিত্যে তিনি যে নতুন ধারার আঙ্গিক ও রীতির প্রবর্তন করেন ,তা সমসাময়িক 'কল্লোল', 'কালিকলম' ,'প্রগতি' পত্রিকার অন্তর্ভূক্ত লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল না । এ জন্য তাঁকে শ্রী বুদ্ধদেব বসু 'বি লেটেড্ কল্লোলিয়ন' বলেছেন । এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন তিনি 'ক-ল্লা-লরই কুলবর্ধন' ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্যকর্মকে পন্ডিত ব্যক্তিরা দুটো পর্বে ভাগ করেছেন । ১৯২৮-এ 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'অতসী মামী' গল্পের পর ১৯৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় বার বৎসর কাল তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ফ্র-য়ডীয় পর্ব । এই প-র্ব রচিত সাহি-ত্য তিনি মানু-ষর অব-চতন ম-নর সুপ্ত কামনা-বাসনা-অবদমিত ইচ্ছা প্রভৃতিকে রূপদান করেছেন । ফ্রয়েডীয় চেতনার প্রভাবে যে সব গল্পগুলি লিখেছিলেন তার ম-ধ্য উ-ল্লখ-যাগ্য হল - 'প্রাগৈতিহাসিক','টিকটিকি','সরীসৃপ','সিঁড়ি','বিষাক্ত -প্রম','মহাকা-লর জটার জট' প্রভৃতি । আর উপন্যা-সর ম-ধ্য প-ড় -'দিবারাত্রির কাব্য','পুতুলনাচের ইতিকথা' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি'র কিয়দংশ ।

অপরপ-ক্ষ, ১৯৪৪ খ্রীঃ প্রত্যক্ষভা-ব কমিউনিষ্ট পার্টি-ত -যাগদা-নর পর -থ-ক ১৯৫৬ -র মৃত্যুদিন পর্যন্ত বার বছর কাল ছিল তাঁর সাহিত্য জীব-নর মার্কসীয় পর্ব । মার্কস-এঙ্গেলস প্রবর্তিত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নির্ভর সমাজবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে কতকগুলি উপন্যাস লেখেন-'দর্পণ','চিহ্ন','স্বাধীনতার স্বাদ','সোনার চেয়ে দামী', 'ইতিকথার পরের কথা'প্রভৃতি । এবং এই পর্বের আসামান্য গল্পগুলি হল- 'হারানের নাতজামাই','ছোটবকুল পুরের যাত্রী','শিল্পী','কংক্রিট','পাশ--ফল','টিচার','হলুদ -পাড়া' প্রভৃতি ।

তাঁর -মাটামুটি আঠাশ বছ-রর সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার মধ্য দি-য় সাহিত্য সম্পর্কিত -য চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ -প-য়-ছ তা বি-শষভা-ব উ-ল্লখ-যাগ্য । তাঁর এই সাহিত্য সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার পরিচয় আমরা

পায় তাঁর '-লখ-কর কথা' প্রবন্ধ গ্রন্থ -থ-ক , তাঁর গল্পগ্রন্থ বা উপন্যাস গুলির ভূমিকাংশ থেকে এমন কি কোন সংস্করণ সম্পর্কে পাঠক মহলের উঠা বিতর্কের জবাবী চিঠিপত্রে বা লেখায় । এছাড়াও তাঁর শেষ বয়-সর -লখা ডা-য়রি বা দিনলিপি --যখা-ন তাঁর প্রাত্যহিক জীব-নর খুঁটিনাটি বিবর-নর পাশাপাশি শিল্প ও সাহিত্য সম্ব-ন্ধও তাঁর স্বচ্ছ মতামত প্রতিফলিত হ-য়-ছ ।

তাঁর সহিত্য ভাবনার চরম প্রকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর '-লখ-কর কথা' নামক প্রবন্ধ সংকল-ন । গ্রন্থটি হল তাঁর বিভিন্ন উপল-ক্ষ বিভিন্ন সম-য় -লখা প্রব-ন্ধর সমষ্টি । তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর ১৯৬৯ সা-ল সংকলনটি প্রকাশ পায় । 'এ-ত -কানও একজন -লখক-শিল্পীর সাহিত্য জীবনের ভিত্তি ,সংসার ও সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী ,অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মূল্য ,বেঁচে থাকার সমস্যা ,চিন্তার স্বাধীনতা ,প্রকাশক--লখক-পাঠক সম্পর্ক ,প্রগতি সাহিত্যের আদর্শ ,বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ও অবৈজ্ঞানিক সাহিত্যে পার্থক্য , বাস্তববিরুদ্ধ ভাবালু মনোভঙ্গীর অসারতা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে মানিকের ধ্যান-ধারণার পরিচয় বিধৃত -দখ-ত পাই ।'২ অতি শৈশব -থ-কই জীবন ও জগৎ নি-য় ছিল অদম্য -কৌতূহল , পিতার বদলির চাকরির সুবা-দ বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন মানুষজনের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে বিপুল জীবনাভিজ্ঞতা সর্বোপরি সমাজের খেটে খাওয়া দরিদ্র -মহনতি মানুষ-জন-দর প্রতি সহানুভূতি তাঁর মানস -চতনা-ক সাহিত্যচর্চায় উদ্বুদ্ধ ক-রছিল । ফ-ল সাহিত্য রচনায় প্রতিভার প্র-য়াজন এ কথায় তাঁর -কান রকম আস্থা ছিল না । ভারতীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদের 'অপৃথগযত্ননিবর্ত্ত' তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না । তাঁর মতে একজন সাহিত্যিকের সাহিত্যচর্চার প্রধান অবলম্বন হল ,তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা । একজন সাহিত্যিকের 'চিন্তার আশ্রয় মানসিক অভিজ্ঞতা । ছেলেবেলা থেকেই আমার অভিজ্ঞতা অনেকের চেয়ে বেশী । প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে । আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা কথাটা মেনে নেন । মানসিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও উৎসাহ অথবা নেশা এবং প্রক্রিয়াটির চাপ ও তীব্রতা সহ্য করবার শক্তি অনেকগুলি বিশ্লেষণ-যাগ্য -বাধগম্য কার-ণ সৃষ্টি হয়, বা-ড় অথবা ক-ম । আড়াই বছর বয়স -থ-ক আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি ।'৩ 'কেন লিখি' সংকলনের এই বলিষ্ঠ বক্তব্য থেকেই তাঁর সাহিত্য ভাবনার মূলসূত্রটি আমাদের বুঝতে বিন্দু মাত্র অসুবিধা হয় না । সর্বব্যাপী সহানুভূতি ও ব্যাপক জীবনাভিজ্ঞতা তাঁ-ক এক অন্য ধারার সাহিত্যিক হ-য় উঠ-ত সাহায্য ক-রছিল । সাহিত্য-ক তিনি কৃষক-শ্রমিক-মজুর তথা শ্রমজীবি -মহনতি মানু-ষর প-ক্ষ প্রগতিশীল ক-র তু-লছি-লন ।

সঙ্গত কারণেই 'আর্ট ফর আর্ট সেক্' বা কলাকৈবল্যবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন না । মার্কসীয় চিন্তায় জারিত মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যায় সাহিত্য-ক কমিউনিষ্ট ভাবধারার বাহক হিসা-ব প্রতিষ্ঠিত ক-রছি-লন । -সজন্য তিনি প্রগতি সাহিত্য আ-ন্দাল-নরও শরিক হ-য়ছি-লন । ১৯৪২ সা-ল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুনিয়া জোড়া ফ্যাসিজিমের আক্রমন নেমে এলে কমিউনিষ্ট মনোভাবাপন্ন প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা 'ফ্যাসিস্তবি-রাধী -লখক ও শিল্পী সংঘ' প্রতিষ্ঠা ক-রন । এই সং-ঘর তথা প্রগতি -লখক আ-ন্দাল-নর অন্যতম সৈনিক চি-ন্মাহন -সহানবিশ তাঁর স্মৃতিকথায় জানা-চ্ছন -য,'তাঁর ম-তা জটিল ও সূক্ষ্ম মানবম-নর কারবারি -য আমা-দর সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'ফ্যাসিস্তবি-রাধী -লখক ও শিল্পী সং-ঘ'র ধা-র কা-ছ আস-ত পা-রন এমন 'অঘট-নর' প্রত্যাশা আমি অন্তত করিনি । কারণ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিজমের বিপর্যয়কর তাৎপর্য সত্ত্বেও আমাদের দেশের শিল্পী সাহিত্যিকের চোখেই ফ্যাসিজমের মতোই ফ্যাসিজমবি-রাধিতা ছিল নিছক রাজনীতি আর তাই আমা-দর 'ফ্যাসিস্তবি-রাধী -লখক ও শিল্পী সংঘ'ও একান্তভা-বই 'রাজনীতি -ঘঁষা' অতএব পরিত্যজ্য ।' মানি-কর সাহিত্যাদর্শ -য ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব বিশ্বা-সর উপর প্রতিষ্ঠিত -স তিনি ভালভা-ব জান-তন ব-লই এই অনুমান ক-রছি-লন । কিন্তু -মহনতি মানু-ষর পক্ষাবলম্বী মানিক এই ফ্যাসিস্তবি-রাধী আ-ন্দালন -থ-ক মুখ ফিরি-য় থাক-ত পা-রন নি । -সই স্মৃতিকথায় চি-ন্মাহন -সহানবিশ আরও জানা-চ্ছন -য ,'তিনি আনুষ্ঠানিকভা-ব আমা-দর ফ্যাসিস্তবি-রাধী -লখক ও শিল্পী সং-ঘ -যাগ -দন ১৯৪৩ সা-লর -গাড়ায় । এর কিছুদি-নর ম-ধ্যই একদিন একা-ন্ত -প-য়

তাঁকে সভয়ে জানিয়েছিলাম প্রতিবিম্ব সম্পর্কে আমাদের মতামত । 'সভয়ে' কারণ বড়ো লেখকের উত্তুঙ্গ আত্মাভিমা-নর পরিচয় তখন আমরা পাচ্ছি প-দ প-দই । মানিকবাবু কিন্তু আমা-ক দ্বিতীয়বার অবাক কর-লন এই ব-ল ঃ 'অর্থাৎ গল্পটা কিছুই হয় নি এই বল-ত চান'ত ? তা কি ক-র হ-ব বলুন ? কতটুকু জানি আপনা-দর ? যখন অপনা-দর ঠিক ম-তা চিনব তখন -দখ-বন গল্প উত-রায় কি উত-রায় না ।'৪

আসলে ,ফ্রয়েডীয় ভাবধারাপুষ্ট 'দিবারাত্রির কাব্য','প্রাগৈতিহাসিক','সরীসৃপ' প্রভৃতি গল্প-উপন্যা-সর পর তিনি যখন পু-রাপুরি মার্কসীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী হ-য় উঠ-লন তখন তাঁর সাহিত্য ভাবনারও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল । সাহিত্য-ক কমিউনিজ-মর প-ক্ষ ব্যবহার কর-ত লাগ-লন । পরবর্তী বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে কমিউনিষ্ট মতাদর্শের প্রচার ও সরাসরি কমিউনিষ্ট চরিত্রের অতারণা করতে লাগলেন । তাঁর সাহিত্য হ-য় উঠল যথার্থই মার্কসবাদী সাহিত্য -গণসংগ্রা-মর সাহিত্য । চি-ন্মাহন -সহানবি-শর -সই স্মৃতিকথা -থ-ক আরও জানা যায় -য ,মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যায় 'ফ্যাসিস্তবি-রাধী -লখক ও শিল্পী সংঘ'র প্রতি বুধবা-রর সাহিত্য পা-ঠর বৈঠ-ক -যাগ দি-তন । -সই সাহিত্য পা-ঠর বৈঠ-ক কমিউনিজ-ম বিশ্বাসী কবি-সাহিত্যি-করা স্বরচিত কবিতা ,গল্প পাঠ কর-তন । মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যায় -সই বৈঠ-ক স্বরচিত গল্প পাঠ ক-র উপস্থিত সকল-ক তাক লাগি-য় দি-য়ছি-লন । চি-ন্মাহন -সহানবি-শর কথায় ''মানিকবাবুও বুধবা-রর বৈঠ-ক একাধিক সদ্য রচিত গল্প প-ড় শুনি-য়ছি-লন । স্বভাবতই -স সব দি-ন -শ্রাতা-দর ভিড় আমা-দর অফিস ছাপি-য় সিঁড়ি অবধি -পৌছত । মন্বন্ত-রর সময়কার দু-একটি গল্প ছাড়া '-পটব্যথা'র ম-তা নির্মম অত্যাচারের কাহিনিও তিনি এইখানেই শোনান । সব থেকে আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে 'হারানের নাতজামাই'গল্পটা পড়ার স্মৃতি । সময় সম্ভবত ১৯৪৬ সা-লর -শষ অথবা ১৯৪৭ সা-লর -গাড়ার দিক । দাঙ্গার দুঃস্বপ্নকে মুছে ফেলে দিয়ে সারা বাংলা দেশ জুড়ে তখন চলছিল হিন্দু-মুসলমা-নর ঐক্যবদ্ধ তেভাগা আন্দোলন । চারিদিকে প্রবল উত্তেজনা ।***এমন সময় এল মানিক বাবুর 'হারানের নাতজামাই'। মানিকবাবু যখন গল্প পড়া -শষ কর-লন তখন আমি ভাবছিলাম সাহিত্য সত্যই কত ধারা-লা হাতিয়ার হ-ত পা-র সংগ্রা-মর । কিসানী ময়নার মা-র চরিত্র-মাহা-ত্ম্য অভিভূত হ-য়ছিলাম আমরা সবাই কিন্তু তার গোঁয়ার জামাইও কি ফেলবার ? এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা ।''৫

কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ এবং নি-জর রচিত সাহিত্য-ক সরাসরি মার্কসবা-দর প্রচা-রর হাতিয়ার ক-র -তালার জন্য সমকালীন পাঠক মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল । 'অল্প দিনের মধ্যেই চারিদিক থেকে গুঞ্জন উঠল -মানিকবাবু একেবারে দলীয় হয়ে গেছেন ।'এই ধরনের গুঞ্জনকে তিনি অস্বীকার না ক-র প্রকা-শ্য নি-জর রাজনৈতিক অবস্থান জানি-য় দি-য় সমস্ত বিত-র্কর অবসান ঘটা-লন । 'পরিচয়'-এ ১৩৫৪ সা-লর ফাল্গুন সংখ্যায় লিখ-লন ,'***দু-টা দল হ-য় -গ-ছ ,উপায় কি ? ব্যক্তিগতদের ব্যক্তি প্রীতির দল এবং জনসাধারণের নৈর্ব্যক্তিক স্বজাতিপ্রীতির দল । দ্বিতীয় দলে গত না হ-ল প্রগতি হয় না ।'৬ এর -থ-ক -বাঝা যায় তাঁর সারা জীব-নর সাহিত্য সাধনার লক্ষ ছিল প্রগতির প-ক্ষ ,-মহনতি মানু-ষর প-ক্ষ । -মহনতি মানু-ষর কণ্ঠস্বর-ক রূপদা-নর জন্যই তিনি কলম ধ-র-ছন । 'ফ্যাসিস্তবি-রাধী -লখক ও শিল্পী সংঘ'-র পক্ষ থেকে 'কেন লিখি'শিরোনাম দিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ,প্রেমেন্দ্র মিত্র ,জীবনানন্দ দাশ ,অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে সহ পনের জন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যি-কর জবানবন্দি হিসা-ব ১৯৪৪ সা-লর জানুয়ারি মা-স -য পুস্তিকাটি প্রকাশিত হ-য়ছিল -সখা-নও তিনি তাঁর সাহিত্য ভাবনাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে গেছেন । তাতে তিনি বলেছিলেন ,''লেখা ছাড়া অন্য কোন উপা-য়ই -য-সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলি জানাবার জন্যই আমি লিখি ।***জীবনকে আমি যে ভা-ব ও যতভা-ব উপলব্ধি ক-রছি অন্য-ক তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ -দওয়ার তাগি-দ আমি লিখি ।''৭ অর্থাৎ তাঁর ম-ত -কান -লখ-কর জীব-নর উপলব্ধি পাঠক-ক পাই-য় -দওয়ার ম-ধ্যই সাহি-ত্যর সার্থকতা । 'লেখাকে আশ্রয় করে' পাঠকের মনে 'কতকগুলি মানসিক অভিজ্ঞতা --পাই-য় দি-ত পার-ল পাঠ-কর

-চ-য় -লখ-কর সার্থকতায় -বশী 'হয় । তাই আধুনিক সমা-লাচক ব-ল-ছন- ''মানু-ষর তাৎপর্য সন্ধা-নর একমাত্র প্রশ্নে ইতিমধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবতার যে নতুন আয়তন দান করেন ,আধুনিক বাংলা সাহি-ত্য তা অদ্যাবধি তুলনাহীন ।''৮

মার্কসবা-দ আস্থাশীল হওয়ার জন্য তিনি রাস্তায় -ন-ম প্রত্যক্ষ রাজনীতি-ত অংশ গ্রহণ ক-রছি-লন বিভিন্ন সম-য় । তিনি বিশ্বাস কর-তন শ্রমিক -শ্রণীর কল্যা-ণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের সক্রিয় ভাবে অংশ করা উচিত । -স জন্য প্রগতি -লখক সংঘ ও কং-গ্রস সাহিত্য সং-ঘর -যৌথ উ-দ্যা-গ বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিক সহ ১৯৪৭ সালে কলকাতায় দাঙ্গাবিরোধী মিছিল সংগঠিত হয়েছিল ,সেই মিছিলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছি-লন। আবার যখন ১৯৪৮ সা-ল শিল্পী-সাহিত্যিক-দর উপর সরকারি দমননীতির খাঁড়া -ন-ম এল তখন তার প্রতিবাদে প্রগতি লেখক সংঘের 'পঞ্চম' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । একই অন্তরের তাগিদে তিনি উক্ত সম্মেলন মঞ্চে সভাপতিত্ব করেন । সেই সম্মেলনে চিন্মোহন সেহানবিশ 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' না-ম -য প্রবন্ধ প্রস্তাব আকা-র -পশ ক-রছি-লন ,তিনি -সই প্রস্তাব-ক পূর্ণ সমর্থন ক-রছি-লন । প্রস্তাবটি-ত বলা হ-য়ছিল -''শিল্পী বা সাহিত্যি-কর উচিত -ট্রড ইউনিয়নিষ্ট বা কিসান সমিতির কর্মী হিসা-ব মজুর বা কিসা-নর ম-ধ্য কা-জ নামা ।তার ফ-ল যদি -লখা বা শিল্প সাময়িকভা-ব বন্ধ হ-য়ও যায় তাতে ক্ষতি নেই। যে অভিজ্ঞতা তাঁরা অর্জন করবেন তার ফলে ভবিষতে নতুন ,শক্তিশালী শিল্প-সাহিত্য গ-ড় উঠ-বই ।''৯ একজন -লখ-কর সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে তিনি এই অভিজ্ঞতাকেই সবচেয়ে বেশী জোর দি-য়-ছন । প্রতিভা-ক তিনি সাহিত্য-সৃষ্টির কারন হিসা-ব -দখ-ত নারাজ । '-কন লিখি'-ত প্রতিভা-ক নস্যাৎ করে তিনি লেখকের অভিজ্ঞতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন । আর নিজের সাহিত্য-সৃষ্টির কারন হিসা-ব ছেলেবেলা থেকে প্রাপ্ত বিচিত্রসব অভিজ্ঞতাকে দায়ী করেছেন ।

একজন সমাজ মনস্ক লেখক যেমন সমাজের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজের সত্তাকে ঋদ্ধ করেন তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পাশাপাশি ফ্রয়েড-এলিস ও গণিত ,পদার্থবিদ্যা , রসায়নশাস্ত্র সহ বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক বই পড়ে নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলিকে পূর্ণ করে নিয়েছিলেন । ফলে তাঁর কথাসাহিত্যে আধুনিক সমাজের মধ্যবিত্ত মানুষের মনের জটিল ,কুটিল ,বিকৃত রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের আধুনিক মধ্যবিত্ত মানুষের ভদ্র জীবন যাত্রার অন্তরালে যৌনবিকৃতি ,ভন্ডামি ,স্বার্থ- পরতা ,পরশ্রীকাতরতার ছবি তাঁর সাহি-ত্যর বিষয় হ-য় উ-ঠ-ছ । সমা-লাচ-কর -চা-খ ,''মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যা-য়র ফ্র-য়ড-এলিস পড়া বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনের চুলচেরা হিসাবে মধ্যবিত্ত মানসের এই দুরা-রাগ্য ব্যাধির স্বরূপ ধরা পড়ল । তিনি অনুভব কর-লন ,'পৃথিবীর গভীর ,গভীরতর অসুখ এখন'। তাঁর কাছে মধ্যবিত্ত মানসের এই বিকৃত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য নিছক অশ্লীল পঙ্কবিলাস বা ক্লেদ-রতি নয় ,এর পিছ-ন ছিল তরুণ -লখ-কর সং-বদনশীল সমাজ-সচেতনতা ।বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির সঙ্গে এই সং-বদনশীল সমাজ-চেতনার সমন্বয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম থেকেই স্বকীয়তায় অনন্য ।''্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম থেকেই স্বকীয়তায় অনন্য ।''১০

এক বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ব্যাপক সমাজাভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিকে সহায়ক করে তিনি তাঁর সাহি-ত্য মানব জীব-নর সার্থকতা ,তাৎপর্য ও নর-নারীর বিকৃত ,অন্ধকারাচ্ছন্ন ,পঙ্কিল মনের দুর্গম প-থর দিক নি-র্দশ ক-র-ছন । একজন আর্দশনিষ্ঠ সমাজ-স-চতন -লখক হিসা-ব সমা-জর এই ক্লেদাক্ত দিকটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করাকে সামাজিক কর্তব্য বলে মনে করতেন । নিজের সাহিত্য রচনার কারন -য তাঁর এই অন্ত-রর তাগি-দই কাজ ক-রছিল -স কথা তিনি নি-জই স্বীকার ক-র-ছন । '-লখ-কর- কথা'র 'সমু-দ্রর স্বাদ' অং-শ ব-ল-ছন,- 'নি-জর অসংখ্য বিকা-রর -মা-হ মুর্চ্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজ-ক নি-জর স্বরূপ চিনি-য় দি-য় স-চতন করার । মিথ্যার শূন্য-ক ম-নারম ক-র উপ-ভাগ করার -নশায় মরমর এই সমা-জর কাতরানি গভীরভা-ব মন-ক নাড়া দি-য়ছিল । -ভ-বছিলাম ক্ষ-ত ভরা নিজের মুখখানাকে অতিসুন্দর মনে করার ভ্রান্তিটা যদি নিষ্ঠুরের মত সামনে আয়না ধরে ভেঙ্গে দিতে পারি

! সমাজ চম-ক উ-ঠ মল-মর ব্যবস্থা কর-ব ।' অর্থাৎ মানবম-নর গহন অন্ধকা-রর দি-ক আ-লা -ফ-ল -ফ-ল সাহিত্য-ক সরাসরি সমাজ সংস্কা-রর হাতিয়ার কর-ত -চ-য়ছি-লন । '-কন লিখি'-ত একজন লেখকের এই প্রকৃত উদ্দেশ্যকে তাই জোর দিয়েই বলেছেন,-'-লখক নিছক কলম--পষা মজুর । কলম--পষা যদি তাঁর কা-জ না লা-গ ত-ব রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙ্গে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ ,বেঁচে থাকা নিরর্থক ।' আর এখানেই পূর্বসূরি শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ভাবনরা সঙ্গে তাঁর সাহিত্য ভাবনার -মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করা যায় ।শরৎচন্দ্র সাহিত্য-ক সরাসরি সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চান নি ,সাহিত্যিক-কও সমাজ-সংস্কারক হিসা-ব -দখা তাঁর না পছন্দ ।

যদিও শরৎচন্দ্র ব-লছি-লন ,''সাহি-ত্যর নানা কা-জর ম-ধ্য একটা কাজ হই-ত-ছ জাতি-ক গঠন করা, সকল দিক দিয়া তাহা-ক উন্নত করা ।''১১ তবুও'সুমন্দ ভব-ন'র শ্রীমতী...-সন-ক চিঠি লি-খ জানি-য়ছি-লন ''সমাজ-সংস্কা-রর -কান দুরভিসন্ধি আমার নাই । তাই ,বই-য়র ম-ধ্য আমার মানু-ষর দুঃখ--বদনার বিবরণ আ-ছ ,কিন্তু সমাধান -নই । ও কাজ অপ-রর ,আমি শুধু গল্প -লখক ,তাছাড়া আর কিছুই নই ।''১১ক কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজকে নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখেছেন । নিজে মধ্যবিত্ত সংসারের হয়েও ,'সাহিত্য করার আগে' জানিয়েছেন ,'এই জীবনের সংকীর্ণতা ,কৃত্রিমতা ,যান্ত্রিকতা ,প্রকাশ্য ও মু-খাশ-পরা হীনতা , স্বার্থপরতা মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে ।' আপাত ভদ্রতার আড়ালে মধ্যবিত্ত জীব-নর কদর্য ও বিকৃত রূ-পর পাশাপাশি গ্রা-মর 'চাষী-মজুর-মাঝি-মাল্ল-হাড়ি-বাগ্দী-দর রুক্ষ ক-ঠার সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবনের'সঙ্গেও তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল । সমাজের এই উভয় শ্রেণীর মানু-ষর জীব-নর বাস্তবরূপ -কন সাহি-ত্য প্রতিফলিত হ-ব না -এই ভাবনা তাঁ-ক সর্বদায় পীড়িত করত । তাঁর '-ছ-ল-বলা -থ-ক '-কন'?মানসিকতার জন্য সকল 'বিষ-য়র মর্ম-ভদ করার অদম্য আগ্রহ'-বা-ধর কথা 'গল্প -লখার গল্প'-এ জানি-য়-ছন । -স জন্য সাহি-ত্য সমা-জর এই দুই স্ত-রর জীব-নর যথার্থ বাস্তবরূ-পর অনুসন্ধান কর-ত পূর্বসূরি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচ-ন্দ্রর রচনা গভীর মন-যাগ সহকা-র পাঠ ক-রছি-লন । কিন্তু রবীন্দ্রনা-থর সাহি-ত্য তিনি -সই জীবন-জিজ্ঞাসার কোন উত্তর পান নি । তবে শরৎ সাহিত্য তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল । 'শ্রীকান্ত','চরিত্রহীন','শেষ প্রশ্ন' প্রভৃতিতে সমাজের নারী সম্প-র্ক 'দৃঢ়মূল সংস্কার আর -গাঁড়ামি চুরমার হ-য় গি-য় গি-য়ছিল' -জ-নও , 'সাহিত্য করার আ-গ' প্রশ্ন তুলেছেন 'শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিও হৃদয়সর্বস্ব কেন ,হৃদয়াবেগ কেন সব নিয়ন্ত্রন করে-- মধ্যবিত্তের হৃদয় ।'শরৎ-সাহি-ত্য এই হৃদয়া-ব-গর প্রাবল্য-ক অস্বীকার ক-র তিনি'আধুনিকতর'কথা- সাহি-ত্য ম-নানি-বশ কর-লন । যা সমকালীন'ক-ল্লাল-গাষ্ঠী'র সাহি-ত্যর বাস্তবতার -থ-ক ভিন্ন সু-রর ।নি-জর সাহিত্য চর্চায় এই পরিবর্ত-নর আঁচ -প-য়ছি-লন।'পদ্মানদীর মাঝি'-র চলচ্চিত্রায়ণ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট জনৈক বাক্তিকে ২রা আগষ্ট ১৯৫২ সালে চিঠিতে লিখেছিলেন''অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি . এসসি পড়বার সময় আমি সাহিত্য কর-ত নামি -বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে । কারণ, তখন আমি অনুভব ক-রছিলাম -য সাহিত্যজগ-ত একটা বড় রকম পরিবর্তন ঘট-ত চ-ল-ছ ,এরকম সন্ধিক্ষ-ণ সাহিত্যসৃষ্টি করার বদ-ল অন্যকা-জ সময় নষ্ট করা যায় না । তখন ক-ল্লাল যু-গর সমা-রাহ কিন্তু আমি -টর -প-য়ছিলাম সাহিত্য -য -মাড় ঘুরছে কল্লোলী সাহিত্য তার লক্ষণমাত্র ,আসল পরিবর্তন আসবে অন্যরূপে - সাহিত্য ক্রমে ক্রমে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে ।''১২ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টি ও ভাবনার প্রেরণা ছিল এই 'জীব-নর বাস্তবতা' -বাধ । সাহিত্য-ক সমাজ-সংলগ্ন ক-র -তালায় তাঁর সাহিত্য ভাবনার মূল কথা ।-স জন্য কবুল ক-র-ছন,'-সাজাসুজি -খালাখুলি আমার -দ-শর সকল ম-তর সকল রুচির সকল মানু-ষর সাম-ন তু-ল ধ-র দি-ত হ-ব আমার সকল রকম সাংস্কৃতিক প্র-চষ্টা'।সমাজ-সংলগ্নতার গুনে তাঁর সাহিত্য কি রকম জীবন্ত সামাজিক দলি-ল রূপান্তরিত হয় তার বর্ননা দি-য়-ছন চি-ন্মাহন -সহানবিশ তাঁর স্মৃতি-চারণায় 'ম-ন প-ড় .....কিছুদিন আ-গ একদিন মানিকবাবু-ক পীড়াপীড়ি ক-রছিলাম পুলিসি সন্ত্রাস-জর্জরিত বড়া-কমলাপু-র যাবার জ-ন্য-কিছুটা উদ্ধতভা-বই ব-লছিলাম '-লখক হি-স-ব না হয় নাই -গ-লন

,কমিউনিষ্ট হিসাবেই যান'। তারপর একদিন জেলখানার পাঁচিল পেরিয়ে এল 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। সন্ত্রা-সর ছমছ-ম আবহাওয়ায় মূর্ত হ-য় উ-ঠছিল ওই আশ্চর্য গল্পটি-ত'। ১৩

অবশ্য এই সমাজ-কালের পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেমন ব্যক্তি-মানু-ষর ম-নর পরিবর্তন হয় -তমনি সমাজ স-চতন -লখ-কর সাহিত্য ভাবনারও পরিবর্তন ঘ-ট -এটাই সমাজ প্রগতির লক্ষন ।এই নিয়ম মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যা-য়র সাহিত্য সাধনায় ছাপ -ফ-ল-ছ । '-চনা চাষী মাঝি কুলি মজুর-দর কাহিনী রচনা'য় সিদ্ধহস্ত তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি'উপন্যা-স পদ্মানদীর মাঝির দল ,তা-দর পরিবা-বর -লাকজন ,তা-দর দুঃখ-দারিদ্র্য, জীবন ধারণের জন্য তাদের কঠোর সংগ্রাম নিখুঁত বাস্তবতায় চিত্রিত হয়েছে । এই উপন্যা-সর ম-তা আর একটি উপন্যাস তাঁর কা-ছ -চ-য়ছি-লন মাসিক 'বসুমতি'র সম্পাদক প্রাণ-তাষ ঘটক । কা-লর নিয়-মই -য আর'পদ্মানদীর মাঝি'র ম-তা -লখা সম্ভব নয় -স কথা তিনি ১০.০৮.১৯৪৬ চিঠি লি-খ জানি-য় দি-য়ছি-লন এবং কা-লর নিয়-মই অন্য সমাজ ভাবনা সাহিত্য ভাবনা-ক ঋদ্ধ ক-র তাও জানি-য় লি-খছি-লন ''....'পদ্মানদীর মাঝি'র মত আবার একটি উপন্যাস লিখ-ত অর্ডার ক-র-ছন ,কিন্তু তখনকার মন আর -চাখ এখন আর -নই । -সই পরিপার্শ্বিক-ক হারি-য়ছি বহুকাল আ-গ । এখন আমি শহ-রর বাসিন্দা । যান্ত্রিক কলকাতার সংস্প-র্শ এ-স গ্রামীণ সরলতা-ক প্রায় ভুল-ত ব-সছি।তবুও হলপ করছি ,আপনা-ক এমন -লখা -দব -য আপনি অবশ্যই খুশি হ-বন ।''১৪ তাঁর সাহিত্য ভাবনার এই পরিবর্ত-নর ধারায় প্রগতি সাহি-ত্যর বীজমন্ত্র । -সই জন্য আর এক সমা-লাচক তাঁর সাহিত্য-ক তিন প-র্ব ভাগ ক-র-ছন । প্রথম পর্ব-ফ্র-য়ড দর্শন ,দ্বিতীয় পর্ব-মার্কস দর্শন আর তৃতীয় প-র্ব-এই দুই-য়র মাঝামাঝি নি-জর জীবনদর্শন । এই তৃতীয় প-র্ব 'হলুদ নদী সবুজ বন','ইতিকথার প-রর কথা','মাঝির -ছ-ল',শান্তিলতা' এই চারটি উপন্যাস-ক -ফ-ল-ছন । এই চারটি উপন্যাস বি-শ্লষণ ক-র ব-ল-ছন ,''....মানিকবাবুর তৃতীয় প-র্বর (১৯৪৭-১৯৫৬)নায়-করা বি-শষ অ-র্থ 'নতুন'।...তৃতীয় প-র্বর নায়ক-দর মধ্যে মধ্যবিত্তের সেই শ্রমিকশ্রেণীতে রুপান্তরের কাহিনী লিখিত হয়েছে । অনিচ্ছাসত্ত্বেও কি নির্মম পারিপার্শ্বিকের চাপে মধ্যবিত্তরা পুরনো ভিত্তি দ্রুত হারাচ্ছে ,তার আংশিক চিত্র অন্তত উদ্ঘাটিত করেছে এইসব নরনারী ।'১৫

ফ-ল মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যা-য়র সাহিত্য ভাবনার পরিবর্তন ঘ-ট-ছ সমাজ পরি-ব-শর 'নির্মম পরিপার্শ্বি-কর চাপে' পর্ব থেকে পর্বান্তরে । প্রথম পর্বের সাহিত্যচর্চায় তিনি ব্যক্তিমানুষকে বিকৃতিমুক্ত ,মানসব্যাধিমুক্ত করতে চেয়েছিলেন,সেই ব্যক্তিমানুষকেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার মন্ত্র শুনিয়েছিলেন দ্বিতীয় পর্বে ,তৃতীয় পর্বে সেই বিকৃত মানসব্যাধি মুক্ত সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপিত মানুষের রূপান্তর ঘটল সস্তার শ্রমিকশ্রেণীতে ।মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞানাঞ্জন শলাকার আলোয় উপলব্ধি করলেন.....'স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী ও তাতেই মঙ্গল -সংকীর্ণ গন্ডী -ভ-ঙ বিরাট জীবন্ত সমা-জ আত্মবি-লাপ ঘটার ম-ধ্যই আগামী দি-নর অফুরন্ত সম্ভাবনা (সমু-দ্রর স্বাদ)'। কা-লর অ-মাঘ নিয়-মই সমাজ অভ্যন্তরস্থ প্রচলিত ধ্যান-ধারণা গুলি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে 'আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা' তৈরী হয় । একজন যথার্থ সমাজ সচেতন সাহিত্যি-কর সাহিত্যক-র্ম তার ছাপ স্পষ্ট হ-য় উ-ঠ । সমাজ স-চতন সাহিত্যিক হিসা-ব তিনি পর্ব -থ-ক পর্বান্ত-র নি-জর ভাবনা-চিন্তা-ক , নি-জর মতাদর্শ-ক বারংবার যাচাই ক-র ,প্র-য়াজ-ন পূর্বতন চিন্ত-ভাবনা-ক বর্জন ক-র নতুন চিন্তা-ভাবনা-ক সাদ-র গ্রহণ ক-র সাহিত্য-ক প্রগতিশীলতার শরিক ক-র তু-ল-ছন ।মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যা-য়র সহিত্য ভাবনার এটাই হল বীজমন্ত্র ।'নির্মম আত্মসমা-লাচনায়'বিশ্বাসী মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যা-য়র সাহি-ত্য এই সমাজ প্রগতির কথা স্বীকার ক-র সমা-লাচক যথার্থই ব-ল-ছন,''প্রথমপর্ব ও উত্তরপর্বের রচনা আধুনিকতার শিল্পমুল্যের তারতম্য যাই থাক ,মানিক ব-ন্দ্যাপাধ্যা-য়র সমগ্র সৃষ্টিধারায় আধুনিকতার -চতনা সর্বদাই জাগ্রত আ-ছ ,তা -কাথাও লুপ্ত হয় নি । এ-কালের বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার তিনি যেন এক অতন্দ্র প্রহরী ।''১৬ সুস্থ ,মুক্ত , শোষণহীন

জীবন-অ-ন্বষ-ণর ভাবনায় জারিত তাঁর সাহিত্য ভাবনাও এই বিবর্ত-নর ম-ধ্য গতিশীল আধুনিক -চতনায় উত্তরণ ঘটেছে পর্বে পর্বে ।

তথ্যপঞ্জী ঃ

১. 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা - মানিক ব-ন্দ্যোপাধ্যায় বি-শষ সংখ্যা , জানুয়ারি-এপ্রিল ২০০৯ । দ্রষ্টব্যঃ 'উপন্যা-স বাস্তবতা ও মানিক ব-ন্দ্যোপাধ্যায়'- ভবতোষ দত্তে'র প্রবন্ধ , পৃ ঃ ৮৮-৮৯ ।

২. 'মানিক ব-ন্দ্যোপাধ্যা-য়র সাহিত্য মূল্যায়ন' - নারায়ণ চৌধুরী , বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ,কল-৭৩ ,১৯৮৩ , পৃঃ ১১৪ ।

৩. 'ফ্যাসিষ্ট বি-রাধী -লখক ও শিল্পী সংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত '-কন লিখি' নামক সংকলন ,প্রকাশকাল-১৯৪৪ । উদ্ধৃতাংশটি যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প',বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ,কল-৭৩ ,শ্রাবণ১৩৮৮ পৃঃ চ ,-থ-ক গৃহীত ।

৪. 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা - মানিক ব-ন্দ্যোপাধ্যায় বি-শষ সংখ্যা , জানুয়ারি-এপ্রিল ২০০৯ । দ্রষ্টব্য ঃ 'মানিক ব-ন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি -লখক আ-ন্দালন'- চি-ন্মাহন -সহানবিশ'-র প্রবন্ধ , পৃ ঃ ২২২-২২৩ ।

৫. প্রাগুক্ত । পৃঃ ২২৩ ।

৬. প্রাগুক্ত । পৃঃ ২২৩ । উদ্ধৃতাংশটি এখান থেকে গৃহীত ।

৭. 'ফ্যাসিষ্ট বি-রাধী -লখক ও শিল্পী সংঘ' কর্তৃক প্রকাশিত '-কন লিখি' নামক সংকলন ,প্রকাশকাল-১৯৪৪ । উদ্ধৃতাংশটি যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প',বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ,কল-৭৩ ,শ্রাবণ১৩৮৮ পৃঃ ঙ ,-থ-ক গৃহীত ।

৮. উদ্ধৃতাংশটি যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প',বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ,কল-৭৩, শ্রাবণ১৩৮৮ । সম্পাদকীয় অংশ ,পৃঃ ঘ ,-থ-ক গৃহীত ।

৯. 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা - মানিক ব-ন্দ্যোপাধ্যায় বি-শষ সংখ্যা , জানুয়ারি-এপ্রিল ২০০৯ । দ্রষ্টব্য ঃ 'মানিক ব-ন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি -লখক আ-ন্দালন'- চি-ন্মাহন -সহানবিশ'-র প্রবন্ধ , পৃ ঃ ২২৫ ।

১০. 'দুই বিশ্বযু-দ্ধর মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য' --গাপিকানাথ রায়-চৌধুরী, -দ'জ পাবলিশিং ,কল-৭৩ ,১৯৮৬ ,পৃঃ৩২২ ।

১১. 'সাহি-ত্যর রীতি ও নীতি', শরৎ সাহিত্যসমগ্র(অখন্ড সংস্করণ)সম্পাঃ সকুমার -সন -আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ,কল=৯, রথযাত্রা১৩৯২ ,পৃঃ ১৯৯০ ।(১১ক)'শেষ প্রশ্ন'চিঠি,তদেব ।পৃঃ ১৯৯৬ । তুলনীয় ঃ ১৩৩০ সা-লর জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ শাখার অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন ,'সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে এক হ-য় তার ভিত-রর বাসনা কামনার আভাস -দওয়াই সাহিত্য । ভাবে ,কাজে ,চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহি-ত্যর কাজ।'ত-দব পৃঃ ১৯৭৪ ।এবং 'সাহি-ত্য আর্ট ও দুর্নীতি'-ত ব-ল-ছন,'...তাই ব-ল আমরা সমাজ-সংস্কারক নই ।এভার সাহিত্যি-কর উপ-র নাই ।'পৃঃ ১৯৮০ ।

১২. মানিক ব-ন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র(২) -পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী ,২০১৩ ,গ্রন্থপরিচয় অংশ ,পৃঃ ৪৮৩ ।

১৩. 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা - মানিক ব-ন্দ্যোপাধ্যায় বি-শষ সংখ্যা, জানুয়ারি-এপ্রিল ২০০৯ । দ্রষ্টব্য ঃ 'মানিক ব-ন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রগতি -লখক আ-ন্দালন'- চি-ন্মাহন -সহানবিশ'-র প্রবন্ধ , পৃ ঃ ২২৫ ।

১৪. মানিক ব-ন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র(২) -পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী ,২০১৩ ,গ্রন্থপরিচয় অংশ ,পৃঃ ৪৮২ ।

১৫. 'উপন্যাস প্রসঙ্গে'- রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত , তুলি-কলম ,কল-৯ ,জুলাই ১৯৭১ ,পৃঃ ১৯৮ ।

১৬. 'মানিক ব-ন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি'--গাপিকানাথ রায়-চৌধুরী ,জি .এ .ই .পাবলিশার্স,কল-৬ ,১৯৮৭,পৃঃ১৪ ।